15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

যুগান্তর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটি

আপিল বিভাগের রায় আওতার বাইরে

—— ডেপুটি স্পিকার

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে আইনপ্রণেতাদের সভাপতি মনোনীত হওয়া নিয়ে আপিল বিভাগের রায় আদালতের 'আওতা' ছাড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এ নিয়ে মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য 'আবদুর রহমানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে' অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ফজলে রাব্বী বলেন, 'একটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এ মামলাটি হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে কোর্ট কিছুটা তার

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

আপিল বিভাগের রায় আওতার বাইরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আওতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অনেক আইনজীবী এই রায়ের সঙ্গে দ্বিমতও পোষণ করেছেন।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে এক মামলায় সম্প্রতি হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সভাপতি মনোনীত হওয়া ও বিশেষ কমিটি গঠনের বিধান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। হাইকোর্টের দেয়া ওই রায় সুপ্রিমকোর্টও বহাল রাখে। এর ফলে সংসদ সদস্যরা স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি মনোনীত হতে পারবেন না।

বিচারক অপসারণের আইন সংশোধন নিয়ে সংসদ-বিচার বিভাগ পাল্টাপাল্টি অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার অধিবেশনে আবদুর রহমান আলোচনা তুলে শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন। অনির্ধারিত আলোচনায় দাঁড়িয়ে ক্ষমতাসীন দলের এ সংসদ সদস্য বলেন, 'প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কলেজগুলোতে সভাপতি হিসেবে থাকতে পারতেন। একথা সত্যিই আমি নিজে কখনোই একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থাকার ব্যাপারে আগ্রহী নই। আমার নিজের নামের একটি টেকনিক্যাল কলেজ ছাড়া আমি কোথাও সভাপতি নাই। কিন্তু সংসদ সদস্যদের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ থেকে যেভাবে যে পদ্ধতিতে না থাকবার জন্য বলা হয়েছে, এতে আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।'

আবদুর রহমান আরও বলেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করব, একথা যেমনি সত্য, তেমনি আমার একটি প্রশ্নও থাকবে— এই সিদ্ধান্ত কি কেবল মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, নাকি এটি এই মন্ত্রণালয়ের বাইরে আদালতের জগৎ পর্যন্ত গড়ানো উচিত। এই ব্যাপারটি আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।'

তার সঙ্গে একমত পোষণ করে অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী বলেন, 'মাননীয় সংসদ সদস্য যথার্থই বলেছেন। আমিও দেখেছি যে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ একটি রায় দিয়েছেন। এই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তব্য বা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি হওয়া দরকার, যাতে যে ধরনের একটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসন হয়। এই বিষয়ে তার দৃষ্টি রাখার জন্য আমি মাননীয় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রীকেও অনুরোধ করব।'